দৈনিক ইত্তেফাক
৪
তারিখ ... ১৮/১৪/৮৮
কলাম ... ৫
পৃষ্ঠা ... ৫

'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হইবে'

'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও এবং সরকারের সহযোগিতা প্রশংসনীয়'

'প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পানি সমস্যার সমাধান করুন'

যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমি মুগ্ধঃ হিলারী

গতকাল হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটনের সম্মানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক তাঁহার হেয়ার রোড কার্যালয়ে আয়োজিত নৈশভোজের প্রাক্কালে মার্কিন ফার্স্ট লেডী ও প্রধানমন্ত্রী আলাপ করেন

বাসস ॥ যুক্তরাষ্ট্রের সফররত ফার্স্ট লেডী মিসেস হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে অনন্য উদ্যোগ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। গতকাল সোমবার কয়েকটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে মিসেস হিলারী ক্লিনটন বলেন; "এমন চমৎকার কর্মসূচী বিশ্বের আর কোথাও আছে কি-না আমি জানি না।" গতরাত্রে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁহার ৩০ নম্বর হেয়ার রোডের কার্যালয়ে মিসেস ক্লিনটনের সম্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। এই ভোজের অব্যবহিত আগেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিসেস ক্লিনটনের সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। নৈশভোজে যোগদানের জন্য কন্যা চেলসিয়াকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা ৬৷৪৫ মিনিটে হেয়ার রোডের কার্যালয়ে পৌঁছাইলে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া মিসেস ক্লিনটনকে স্বাগত জানান। আলাপকালে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডী বলেন, গতকাল তিনি ঢাকা ও যশোরে যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহাতে তিনি মুগ্ধ। তিনি শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং বলেন, ইহা পল্লী অঞ্চলের জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডী সরকার ও এনজিওদের মধ্যে বর্তমান সহযোগিতার সম্পর্কের প্রশংসা (৭ম পৃঃ দ্র)

মার্কিন ফার্স্ট লেডী হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন গতকাল ঝিনাইদহ জেলার মশিয়াটি গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প পরিদর্শনকালে ব্যাংকের মহিলা সদস্যগণ তাঁহাকে জামদানী শাড়ী পরাইয়া দেন

যাহা দেখিয়াছি

(৩য় পৃঃ পর)

করিয়া বলেন, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তাহারা এখন এলে অপরের মহাযুদ্ধ। বাংলাদেশের মসনাভিমান প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রবল চাহিদা মিসেস ক্লিনটন বলেন, তিনি গ্রামাঞ্চলে বৃষ্টি ভূমিকার ব্যবস্থার দেখিয়া হৃদ হইয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার গলফ-সঙ্গী মার্কিন সাংবাদিকরাও এসব দেখিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার 'পরিধি বাড়াইয়াছেন'। মার্কিন সাংবাদিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের সাফল্য ও চমৎকার কাজের বিষয়ে আমেরিকানদিকে সমাক অবহিত করিতে পারিবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কনবলাপে তাঁহার সরকারের পৃষ্ঠীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তৎপরতা সম্পর্কে মিসেস ক্লিনটনকে অবহিত করেন। মেলা জিয়া বলেন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পানির অভাব ও খরা জনিত পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে বাঁধ উৎপাদন আরও ভাল হইত। প্রধানমন্ত্রী, গঙ্গ মহুয়ায় গঙ্গোত্রেলানের আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির প্রবাহ ভিন্নখাতে বহিয়া যাওয়ায় বাংলাদেশে গুরুতর পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। এ সমস্যার সমাধান জরুরী। মিসেস ক্লিনটন আশা প্রকাশ করেন যে, বৃটিশে-শীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ এ সমস্যার সমাধান করিবে। মিসেস ক্লিনটন বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রিগণ পার্টি বক্তৃতা বাহিনীতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের অংশগ্রহণেরও প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম রোজা কিবরিয়া, মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব রবিন রাফেল, প্রধানমন্ত্রীর যুগ্ম সচিব আ.ন.ম ইউসুফ, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক লোবহান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এল. লেভিন এ সময় নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ক্লিনটনকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতা কূটনীতিক ও বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিগণ রাজিদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। নৈশভোজ শেষে মিসেস ক্লিনটন সাংবাদিক সম্মেলন উপভোগ করেন।

p. t-6